Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নিকটাত্মীয়ের অধিকার ও হক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জিনিয়া আফরিন

রোলঃ ২৩১০০১২০১০৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নিকটাত্মীয়ের অধিকার ও হক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জিনিয়া আফরিন

রোলঃ ২৩১০০১২০১০৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নিকটাত্মীয়ের অধিকার ও হক " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জিনিয়া আফরিন, আইডিঃ ২৩১০০১২০১০৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নিকটাত্মীয়ের অধিকার ও হক " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

জিনিয়া আফরিন

আইডিঃ ২৩১০০১২০১০৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়ঃ-১ ভূমিকা 5

অধ্যায়ঃ-২ ইসলামে আত্মীয়তার সংজ্ঞা ও পরিধি 6

অধ্যায়ঃ-৩ কোরআনের আলোকে নিকট আত্মীয়দের হক..9

অধ্যায়ঃ-৪ সুন্নাহ ও হাদিসের আলোকে আত্মীয়দের অধিকার...12

অধ্যায়: ৫ ফিকহ ও শরিয়তের দৃষ্টিতে আত্মীয়দের আর্থিক অধিকার ও ভরণপোষণ 17

অধ্যায়:৬ আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও হক আদায় না করার পরিণাম 24

অধ্যায়:৭ সমকালীন সমাজব্যবস্থা এবং আত্মীয়তার সংকট: কারণ ও প্রতিকার-..............30

অধ্যায়: ৮ মিরাস বা উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নিকট আত্মীয়দের অধিকার 34

অধ্যায়: ৯ উপসংহার, গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশমালা...40

অধ্যায়ঃ-১ ভূমিকা

১. বিষয়বস্তু ও পটভূমি:

মানবজীবনে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা অপরিসীম। ইসলামসহ প্রায় সব ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কের মানুষদের অধিকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নিকট আত্মীয়দের হক ও অধিকার আদায় করার মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার এক শক্তিশালী বন্ধন গড়ে ওঠে।

২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক ও যান্ত্রিক যুগে মানুষের ব্যস্ততা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক দিন দিন শিথিল হয়ে পড়ছে। রক্তের সম্পর্কের চেয়ে মানুষ এখন নিজের স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে, যার ফলে পরিবার ও সমাজে নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। এমন একটি সময়ে "নিকট আত্মীয়দের হক ও অধিকার" নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই থিসিসের মূল উদ্দেশ্য হলো:

কোরআন, হাদিস এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোকে নিকট আত্মীয়দের সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ করা।

আত্মীয়দের প্রতি আর্থিক, সামাজিক ও আবেগীয় দায়িত্বগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহ পরিণাম এবং এর সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

আধুনিক যুগে কীভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখা যায়, তার বাস্তবমুখী সমাধান ও উপায় খুঁজে বের করা।

অধ্যায়ঃ-২ ইসলামে আত্মীয়তার সংজ্ঞা ও পরিধি

২.১ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

ক. আভিধানিক বিশ্লেষণ:

ইসলামি পরিভাষায় আত্মীয়তার সম্পর্ককে **'সিলাহ রাহিম' (صلة الرحم)** বলা হয়। শব্দদুটির আভিধানিক উৎস নিম্নরূপ:

* **সিলাহ (صلة):** এটি আরবি 'ওয়াসল' (وصل) ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জোড়া দেওয়া, যুক্ত করা, বন্ধন তৈরি করা বা কোনো কিছুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

* **রাহিম (الرحم):** এর মূল ধাতু 'রাহমাহ' (رحمة), যার অর্থ দয়া, করুণা বা সহানুভূতি। তবে শাব্দিক অর্থে 'রাহিম' বলতে নারীর 'জরায়ু' বা গর্ভাশয়কে বোঝায়। যেহেতু সন্তানরা একই মায়ের জরায়ু বা গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে এবং একে অপরের সাথে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাই রূপক অর্থে রক্তের সম্পর্কের সকল আত্মীয়কে 'রাহিম' বলা হয়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, বংশীয়, রক্তসম্পর্কীয় এবং বৈবাহিক সূত্রের কারণে মানুষের মাঝে যে বিশেষ সামাজিক ও আইনি বন্ধন তৈরি হয়, তাকে আত্মীয়তা বলে। আর এই আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া, তাদের সাথে সদাচরণ করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা করার নামই হলো 'সিলাহ রাহিম'।

২.২ আত্মীয়তা নির্ধারণের তিনটি মূল ভিত্তি

ইসলামে কোনো ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রধানত তিনটি মাধ্যমের যেকোনো একটি দ্বারা সাব্যস্ত হয়:

`

১. নসব বা রক্তসম্পর্ক

├── পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান

└──── চাচা, মামা, খালা, ফুফু

২. মুসাহারাহ বা বৈবাহিক সম্পর্ক

├── শাশুড়ি, শ্বশুর

└──── জামাতা, পুত্রবধূ, সৎ সন্তান

৩. রাযা'আত বা দুগ্ধসম্পর্ক

├── দুধমাতা, দুধপিতা

└──── দুধভাই, দুধবোন

১. নসব বা বংশীয়/রক্তের সম্পর্ক (Consanguinity): এটিই আত্মীয়তার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রাকৃতিক ভিত্তি। একই পিতামাতা বা সাধারণ কোনো পূর্বপুরুষ থেকে যাদের জন্ম। যেমন: ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা।

২. মুসাহারাহ বা বৈবাহিক সম্পর্ক (Affinity): বিয়ের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন পরিবারের মধ্যে যে আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়। কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: *"তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তায় রূপান্তরিত করেছেন।"* (সূরা আল-ফুরকান: ৫৪)। এই সূত্রে শ্বশুর-শাশুড়ি, জামাতা, পুত্রবধূ, সৎ ছেলে-মেয়ে আত্মীয়তার অন্তর্ভুক্ত হন এবং এদের সুনির্দিষ্ট হক তৈরি হয়।

৩. রাযা'আত বা দুগ্ধসম্পর্ক (Fosterage): শিশুকালে নির্দিষ্ট শর্তে কোনো নারীর বুকের দুধ পান করার কারণে যে আত্মীয়তা তৈরি হয়। হাদিস শরিফে এসেছে: *"বংশগত কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধসম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়।"* (সহীহ বুখারি)। ফলে দুধমাতা, দুধভাই বা দুধবোনও বিশেষ হকের অধিকারী হন।

২.৩ শরিয়তের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার পরিধির শেষ সীমানা

"কত দূর পর্যন্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বাধ্যতামূলক বা ওয়াজিব?" এই বিষয়ে ফক্বীহদের মাঝে দুটি প্রধান মত রয়েছে, যা আপনার গবেষণায় তাত্ত্বিক বিতর্ক (Academic Debate) হিসেবে যোগ করতে পারেন:

প্রথম মত (হানাফী ও মালেকী মাযহাবের একাংশ): 'সিলাহ রাহিম' বা যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা কবিরা গুনাহ, তা কেবল **'যিল-মাহরাম'** (যাদের বিয়ে করা হারাম) আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দূরবর্তী আত্মীয়দের (যেমন চাচাতো ভাই) সাথে সম্পর্ক রাখা মুস্তাহাব বা উত্তম, কিন্তু ছিন্ন করলে কবিরা গুনাহ হবে না।

* **দ্বিতীয় মত (শাফেয়ী, হাম্বলী ও অধিকাংশ ফক্বীহদের মত):** আত্মীয়তার পরিধি কেবল মাহরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং **উত্তরাধিকার বা মিরাসের যোগ্যতা** (Mirash) রাখে এমন সকল আত্মীয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সাধারণ রক্তের সম্পর্ক যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব। ইমাম নববী (র.) এই মতটিকে শক্তিশালী বলেছেন।

অধ্যায়ঃ-৩ কোরআনের আলোকে নিকট আত্মীয়দের হক

পবিত্র কোরআনের বিন্যাস ও শৈলী (Stylistics) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা যেখানেই তাঁর তাওহিদ প্রতিষ্ঠা এবং ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, তার পরপরই পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের আদেশ জারি করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে আত্মীয়তার হক কেবল একটি সামাজিক প্রথা বা ঐচ্ছিক সদাচরণ নয়, বরং এটি সরাসরি ঈমান ও তাওহিদের দাবির সাথে সম্পৃক্ত।

ক. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

অনুবাদ: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। আর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো এবং নিকট আত্মীয়দের প্রতিও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

খ. বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা যে মৌলিক অঙ্গীকার (Covenant) নিয়েছিলেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

অনুবাদ: "তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৩)

গ. সাহাবায়ে কেরাম যখন জানতে চাইলেন তারা কোথায় এবং কার পেছনে সম্পদ ব্যয় করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা খরচের অগ্রাধিকারের তালিকা অবতীর্ণ করেন:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

অনুবাদ: "লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলুন, তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা পিতা মাতা, নিকট আত্মীয়, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য।"**(বাকারাহ, আয়াত: ২১৫)**

ঘ.নিকট আত্মীয়কে সাহায্য করা কোনো দয়া বা করুণা নয়, বরং এটি তাদের আইনি ও শরিয়তি অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

অনুবাদ: "আর আত্মীয়-স্বজনকে তার হক (অধিকার) দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও।" **(ইসরা, আয়াত: ২৬)**

ঙ.পবিত্র কোরআনে যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্য বিপুল সওয়াবের কথা বলা হয়েছে, ঠিক তেমনি এই বন্ধন ছিন্নকারীদের (কাতিউস সিলাহ) ওপর তীব্র অভিশাপ ও কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

>**فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ**

> **অনুবাদ:** "ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদেরকেই আল্লাহ অভিশপ্ত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।" **(সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২-২৩)**

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে নিকট আত্মীয়দের হকের ব্যাপারে নিম্নোক্ত মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ (Findings) পাওয়া যায়:

১. ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা:
আত্মীয়দের হক আদায় করা কেবল সামাজিক নৈতিকতা নয়, বরং তাওহিদ ও ইবাদতের সাথে যুক্ত একটি ফরজ ইবাদত।
২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বলয়:

ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা চ্যারিটির আগে নিজের নিকটাত্মীয়দের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সামাজিক দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রথম ধাপ।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতি:

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে কোরআনে সামাজিক নৈরাজ্য (ফ্যাসাদ) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এর কঠোর পরকালীন পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ-৪ সুন্নাহ ও হাদিসের আলোকে আত্মীয়দের অধিকার

৪.১ সিলাহ রাহিম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফজিলত

পবিত্র কোরআনের নির্দেশনাসমূহকে বাস্তব জীবনে রূপ দিতে এবং এর প্রায়োগিক দিক উম্মতের সামনে স্পষ্ট করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসংখ্য হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার (সিলাহ রাহিম) প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। সুন্নাহর দৃষ্টিতে এটি কেবল পরকালীন মুক্তির মাধ্যমই নয়, বরং দুনিয়াবী কল্যাণ ও বারাকাহ অর্জনেরও অন্যতম চাবিকাঠি।

ক. রিজিক ও আয়ু বৃদ্ধির মাধ্যম

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জাগতিক ও বৈষয়িক সুফল সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার ঘোষণা এসেছে। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অনুবাদ: "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার রিজিক প্রশস্ত হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।" ***(সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৫৯৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৫৫৭)***

মুহাদ্দিসিনে কেরাম এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়ু বৃদ্ধির অর্থ দুইভাবে হতে পারে—

১. প্রকৃতপক্ষেই তার তাকদীরে আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

২. তার সময়ের মধ্যে বরকত দেওয়া হয়, যার ফলে সে অল্প সময়ে মানবজাতির জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর কাজ করে যেতে পারে। ঠিক একইভাবে, আত্মীয়দের পেছনে ব্যয় করলে বা তাদের খোঁজখবর নিলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবে রিজিকউন্মুক্ত হয়।

খ. ঈমানের পরিমাপক

রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মীয়তার সম্পর্ক দেখভাল করাকে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের

প্রতি ঈমানের অন্যতম আলামত ও শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

অনুবাদ: "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" ***(সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬১৩৮)***

৪.২ সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামের আদর্শ ও একপাক্ষিক সদাচরণের নীতি

সাধারণত সমাজে দেখা যায়, এক পক্ষ ভালো ব্যবহার করলে অন্য পক্ষ পাল্টা ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু সুন্নাহর দৃষ্টিতে এটিকে প্রকৃত 'সিলাহ রাহিম' বলা হয় না। ইসলাম দাবি করে, আত্মীয়রা সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলেও নিজের পক্ষ থেকে তা টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ক. প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারীর সংজ্ঞা

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

অনুবাদ: "বিনিময় প্রদানকারী (অর্থাৎ যে আত্মীয় যেমন ব্যবহার করে তার সাথে তেমন ব্যবহারকারী) প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে তা জোড়া লাগায়।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৫৯৯১)*

খ. দুর্ব্যবহারের বিপরীতে সদাচরণের নববী সমাধান

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে আরজ করল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে রাখি কিন্তু তারা ছিন্ন করে, আমি তাদের উপকার করি কিন্তু তারা আমার অপকার করে, আমি তাদের সাথে সহনশীল

আচরণ করি অথচ তারা আমার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে।"
উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বললেন:
"তুমি যদি তেমনই হও যেমনটি বললে, তবে তুমি যেন তাদের মুখের ওপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মের জন্য লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে)। আর তুমি যতদিন এই অবস্থায় অবিচল থাকবে, ততদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ফেরেশতা সর্বদা তোমার সাথে থাকবে।" ***(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৫৫৮)***

৪.৩ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পরকালীন পরিণতি

কোরআনের মতো সুন্নাহতেও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্টকারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। এটিকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ অর্থাৎ জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা

জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

অনুবাদ: "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" **(সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৫৯৮৪)**

খ. দুনিয়াতেই শাস্তি বলবৎ হওয়া

পাপের মূল শাস্তি পরকালে হলেও কিছু পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই শুরু করে দেন। আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"দুটি পাপ এমন রয়েছে যার কারণে পরকালের শাস্তি জমা রাখার পাশাপাশি দুনিয়াতেও আল্লাহ দ্রুত শাস্তি দিয়ে থাকেন; তা হলো—**১.** জুলুম বা অত্যাচার এবং

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।" **(সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৯০২;)**

৪.৪ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবন ও উসওয়াতুন হাসনাহ

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল মুখেই আত্মীয়তার হকের কথা বলেননি, বরং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত **(উসওয়াতুন হাসনাহ)।**

* প্রথম ওহী লাভের পর হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাক্ষ্য: নবুয়তের একদম শুরুতে যখন নবীজি (সা.) ভয় পেয়েছিলেন, তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে গুণটি উল্লেখ করেছিলেন, তা হলো:
"আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনই অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন (تَصِلُ الرَّحِمَ)।" ***(সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৩)***

* মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমা: কুরাইশ বংশের আত্মীয়রা নবীজি (সা.)-এর ওপর দীর্ঘ **১৩** বছর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন রক্তের সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তিনি ইউসুফ (আ.)-এর মতো সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

* অ-মুসলিম আত্মীয়ের সাথে আচরণ: হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.)-এর অ-মুসলিম মা যখন মদিনায় তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন, তখন আসমা (রা.) নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি তাঁর মায়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন কি না। নবীজি (সা.) নির্দেশ দেন: *"হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়তা বজায় রাখো।" **(সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ২৬২০)**

হাদিস ও সুন্নাহর সামগ্রিক পর্যালোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে:

১. ঈমানী দায়িত্ব: 'সিলাহ রাহিম' বা আত্মীয়তার হক আদায় করা ইসলামের মৌলিক ইবাদত ও ঈমানের পরিপূরক।

২. সামাজিক মনস্তত্ত্ব: সুন্নাহ আমাদের শেখায় যে, আত্মীয়দের অবহেলা বা দুর্ব্যবহারের জবাবে পাল্টা দুর্ব্যবহার না করে ক্ষমা ও এহসানের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. আদর্শের মাপকাঠি: অ-মুসলিম বা ভিন্ন মতাদর্শের আত্মীয় হলেও তার মানবিক ও পারিবারিক অধিকার খর্ব করার সুযোগ ইসলামে নেই।

অধ্যায়: **৫** ফিকহ ও শরিয়তের দৃষ্টিতে আত্মীয়দের আর্থিক অধিকার ও ভরণপোষণ

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর সাধারণ নির্দেশনাবলীর ওপর ভিত্তি করে ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ফিকহ শাস্ত্রে নিকট আত্মীয়দের অধিকারসমূহকে অত্যন্ত নিখুঁত ও আইনি কাঠামোতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ফক্বীহগণের (আইনবিদ) মতে, আত্মীয়দের হক কেবল মনস্তাত্ত্বিক সদ্ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সাথে আর্থিক, আইনি এবং উত্তরাধিকারের মতো বিষয়গুলো সরাসরি জড়িত।

৫.১ আর্থিক অধিকার ও ভরণপোষণ

ইসলামি পারিবারিক আইনে (Islamic Family Law) নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে অসচ্ছল ও অক্ষম আত্মীয়দের ভরণপোষণ বা 'নাফাকাহ' (النفقة) প্রদান করা সচ্ছল আত্মীয়দের ওপর আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক বা ওয়াজিব করা হয়েছে।

ক. নাফাকাহ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:
ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী, একজন আত্মীয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব অন্য আত্মীয়ের ওপর বর্তানোর জন্য প্রধানত তিনটি শর্ত পূরণ হতে হয়:

1. **আশ্রিত আত্মীয়ের অক্ষমতা:** যাকে সহযোগিতা করা হবে তাকে অবশ্যই অভাবগ্রস্ত (দরিদ্র) হতে হবে এবং সে নিজে উপার্জন করতে অক্ষম (যেমন: শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ) হতে হবে।

2. **সাহায্যকারীর সচ্ছলতা:** যার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে তাকে নিজের এবং তার স্ত্রী-সন্তানের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত সম্পদের মালিক বা সচ্ছল হতে হবে।

3. **উত্তরাধিকারের যোগ্যতা (Inheritance Connection):** হানাফী মাযহাবের মতে, যার ভরণপোষণ বহন করা হচ্ছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তার উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ)

হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তবেই এই নাফাকাহ ওয়াজিব হবে।

খ. মাযহাবগত দৃষ্টিকোণ ও আইনি বিতর্ক (Juridical Perspectives):

অসচ্ছল আত্মীয়ের ভরণপোষণ কার ওপর ওয়াজিব হবে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে সুনির্দিষ্ট ইজতিহাদ (আইনি বিশ্লেষণ) রয়েছে:

হানাফী মাযহাব: পিতা-মাতা এবং সন্তান ছাড়াও সকল 'যিল-মাহরাম' (উভয় লিঙ্গের যেসব আত্মীয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ চিরতরে হারাম, যেমন: ভাই, বোন, চাচা, ফুফু) আত্মীয়ের ভরণপোষণ ওয়াজিব, যদি তারা অভাবী ও উপার্জনে অক্ষম হয়। এর সপক্ষে দলীল হলো সূরা আল-বাকারাহর ২৩৩ নম্বর আয়াত: *"এবং পিতার ওপর দায়িত্ব মায়ের খাদ্য ও পোশাকের... আর ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীর ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব।"*

শাফেয়ী মাযহাব: ভরণপোষণের এই বাধ্যতামূলক পরিধি অত্যন্ত সীমিত। তাদের মতে, কেবল 'উসুল' (পিতা-মাতা, দাদা-দাদী) এবং 'ফুরু' (সন্তান ও নাতি-নাতনি) ছাড়া অন্য কোনো দূরবর্তী বা মাহরাম আত্মীয়ের (যেমন ভাই বা চাচা) ভরণপোষণ আইনত ওয়াজিব নয়, তবে তা সদকা হিসেবে উত্তম।

হাম্বলী মাযহাব: তাদের মতটি সবচেয়ে প্রশস্ত। তাদের মতে, যেকোনো ওয়ারিশ বা রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় (যিল আরহাম), যে মৃত ব্যক্তির সম্পদ মিরাস হিসেবে পাওয়ার যোগ্যতা রাখে, তার জীবদ্দশায় সে অভাবগ্রস্ত হলে সচ্ছল ওয়ারিশের ওপর তার ভরণপোষণ ওয়াজিব।

৫.২ মিরাস বা উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলামি শরিয়তের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো ফারায়েজ বা মিরাস ব্যবস্থা। নিকট আত্মীয়দের সবচেয়ে বড় আইনি ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে।

১. আসহাবুল ফুরুজ :

পবিত্র কোরআনে যাদের হিস্যা বা অংশ সুনির্দিষ্টভাবে (যেমন: অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ ইত্যাদি) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন মোট **১২** জন (যেমন: পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, আপন বোন ইত্যাদি)।:

২. আসাবাহ :

কোরআন নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট যে সম্পত্তি থাকে, তা রক্তের সম্পর্কের পুরুষ আত্মীয়রা (যেমন: পুত্র, পৌত্র, ভাই, চাচা) পেয়ে থাকেন।

৩. যিল আরহাম

: যদি আসহাবুল ফুরুজ বা আসাবাহর কেউ বেঁচে না থাকেন, তখন ফিকহে হানাফী ও হাম্বলী অনুযায়ী দূরবর্তী রক্তের আত্মীয়রা (যেমন: খালা, মামা, ভাগ্নে, ভাতিজি, ফুফাতো ভাই) মিরাসের মালিক হন। (উল্লেখ্য, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবে এদের অংশ না দিয়ে সম্পদ বায়তুল মালে জমা করার কথা বলা হয়েছে)।

গুরুত্বপূর্ণ আইনি পয়েন্ট:

ইসলামে আত্মীয়দের এই মিরাসের অধিকার এতটাই অলঙ্ঘনীয় যে, কোনো ব্যক্তি চাইলে তার কোনো ওয়ারিশ আত্মীয়কে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার ওসিয়ত (Will) করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন। অতএব, কোনো ওয়ারিশের অনুকূলে কোনো ওসিয়ত নেই।"* (সুনানে আবু দাউদ)।

৫.৩ অ-মুসলিম বা ভিন্ন আদর্শের আত্মীয়দের শরয়ী অধিকার

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম হওয়ায় এটি রক্তের সম্পর্ককে আদর্শিক বা ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে পুরোপুরি ছিন্ন করতে দেয় না। আত্মীয় যদি অ-মুসলিম বা ভিন্ন আদর্শের (গুনাহগার বা বিদআতী) হয়, তবুও তার সামাজিক ও মানবিক অধিকার অপরিবর্তিত থাকে।

ক. ধর্মীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও সদাচরণের নির্দেশ:

পবিত্র কোরআনের সূরা লোকমানের ১৫ নম্বর আয়াতে অ-মুসলিম পিতামাতার ব্যাপারে বলা হয়েছে: *"যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে বাধ্য করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য কোরো না; কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার (সহমর্মিতা) বজায় রাখো।"* এই নীতিটি অন্যান্য অ-মুসলিম নিকট আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

খ. অ-মুসলিম আত্মীয়দের আর্থিক সহযোগিতা ও ওয়াকফ:

* **যাকাত:**
ফক্বীহদের ঐকমত্য (ইজমা) অনুযায়ী, অ-মুসলিম আত্মীয়কে শরিয়তের ফরজ 'যাকাত' দেওয়া জায়েজ নয়।

* **নফল সদকা ও ওসিয়ত:**
তবে অ-মুসলিম আত্মীয়কে সাধারণ দান-সদকা, হাদিয়া (উপহার) এবং নিজের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) পর্যন্ত ওসিয়ত করা সম্পূর্ণ জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর *'আস-সিয়ারুল কাবীর'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, অ-মুসলিম আত্মীয়দের সাহায্য করা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য।

৫.৪ অ-আর্থিক ও সামাজিক অধিকারসমূহ

কেবল টাকা-পয়সা বা সম্পদ দেওয়াই আত্মীয়দের একমাত্র হক নয়; ফিকহের কিতাবসমূহে আত্মীয়দের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অধিকারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে:

১. আদ-দা'ওয়াহ (দাওয়াত গ্রহণ ও প্রদান):
আত্মীয়দের পারিবারিক অনুষ্ঠানে (যেমন ওয়ালিমা বা আকিকা) আমন্ত্রিত হলে শরয়ী কোনো বাধা (যেমন মদ্যপান বা অশ্লীলতা) না থাকলে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের

নিজেদের ঘরে আমন্ত্রণ জানানো।

২. আদ-দিয়াহ (রক্তপণ বা আক্বিলাহ ব্যবস্থা):
ইসলামি দণ্ডবিধিতে যদি কোনো ব্যক্তি ভুলবশত কাউকে হত্যা করে (ক্বাতলুল খাতা), তবে যে আর্থিক জরিমানা বা রক্তপণ (দিয়াহ) দিতে হয়, তা হত্যাকারীর বংশীয় সচ্ছল আত্মীয়দের (যাদের ফিকহের পরিভাষায় 'আক্বিলাহ' বলা হয়) যৌথভাবে পরিশোধ করতে হয়। এটি আত্মীয়দের পারস্পরিক সামাজিক নিরাপত্তার একটি বড় আইনি প্রমাণ।

৩. আশ-শুফ'আহ (অগ্রক্রয় বা Pre-emption):
কোনো ব্যক্তি যদি তার স্থাবর সম্পত্তি (জমি বা বাড়ি) বিক্রি করতে চায়, তবে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী অংশীদার ও সংলগ্ন প্রতিবেশীর পাশাপাশি নিকট আত্মীয়রা অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবিদার, যেন বহিরাগত কেউ এসে পরিবারের গোপনীয়তা বা শান্তি নষ্ট করতে না পারে।

৪. পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষা (Privacy): আত্মীয়দের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, গোপন ত্রুটি বা দারিদ্র্যের কথা সমাজে প্রকাশ না করে তা ঢেকে রাখা অন্য আত্মীয়দের নৈতিক ও সামাজিক অধিকার।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ
ফিকহ ও শরিয়তের এই সুনির্দিষ্ট আইনি ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে:

ইসলামে আত্মীয়তার হক কেবল মুখের কথায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং একে **ভরণপোষণ (নাফাকাহ)** এবং **মিরাসের** মাধ্যমে আইনি বাধ্যবাধকতায় রূপ দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় মতপার্থক্য রক্তের বন্ধনকে খর্ব করতে পারে না; মানবিক ও সামাজিক স্তরে **অ-মুসলিম আত্মীয়ের অধিকার** ইসলামে সুরক্ষিত।

আক্বিলাহ এবং **শুফআহ**র মতো ফিকহী বিধানগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামি সমাজকাঠামো মূলত একটি শক্তিশালী পারিবারিক ও আত্মীয়তার নেটওয়ার্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১। নিয়মিত খোঁজ খবর নেওয়া.

নিকটাত্নীয়দের অন্যতম অধিকার ও হক হলো নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, কুশল বিনিময় করা । তাদের বর্তমান অবস্থা সর্ম্পকে জানা থাকা কেননা নিকটাত্নীয়দের নিয়মিত খোঁজ খবর নেওয়া রাসুল সাঃ এর অন্যতম সুন্নাহ।

২। সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহারঃ

মানুষের সাথে বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা , কুরআন ও সুন্নাহ এর অন্যতম নির্দেশনা। তাই নিকটাত্নীয়দের অন্যতম অধিকার ও হক হলো তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

৩। আর্থিক সহযোগিতা ও দানঃ

নিজের সম্পদের জাকাত প্রদান করা ,নিজেরই অন্যতম গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব । তাই নিজের সম্পদের জাকাত প্রদান   ও দান করার ক্ষেত্রে, নিজের অভাবতগ্রস্থ আত্মীয়-স্বজনদের অগ্রাধিকার দেওয়া কেননা এটা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ।

৪। সম্পত্তি ও মিরাস বন্টনঃ

যে সকল আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদের মধ্যে হক রয়েছে তাদের যথাযথ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদের হক থেকে বঞ্চিত করলে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন না

৫। দুঃসময়ে পাশে থাকাঃ

তাদের বিপদ-আপদে, অসুস্থতায়, শোকে শান্ত না দিয়ে পাশে থাকা , সকল প্রয়োজনে পাশে থাকা , সাহায্য করা ।

৬।মার্জনা ও ক্ষমা প্রর্দশনঃ

কোনো আচরণে কষ্ট পেলে ক্ষমার চোখে দেখা এবং সর্ম্পক ছিন্ন না করা ।

A two nice quotation:

Be nice to your relatives . They are your only to who you are & the people who will be there for you when your friends are gone.[Andy Rooney]

In family life, love is the oil that cases friction, the comment that binds closer together , & the music that brings harmony (Friedrich Neitzsche)

Also (S.M.) says that : W hoever loves that his provision be increased & his life be extended , let him maintain the ties of kinship.

অধ্যায়:**৬** আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও হক আদায় না করার পরিণাম

আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও হক আদায় না করার পরিণাম
আত্মার সাথে সম্পর্কিত যারা তাঁরা আত্মীয়।ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বলতে মাতা ও পিতার দিক থেকে রক্তসম্পর্কীয় নিকটস্থ লোকদিগকে বুঝায়। ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ক্রম অনুসারে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা এবং তাদের ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতম ব্যক্তিবর্গ ও সন্তানগণ আত্মীয়। এরা সবাই আরহাম,রেহেম রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় ঘনিষ্ঠতম আচরনের আওতাভুক্ত।

এদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করলে জান্নাতে গমন করা যায় বলে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'আর আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপচয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' **(সুরা বনি ইসরাইলঃ ২৬-২৭)।**

সমাজের কিছু মানুষ শুধু নিজের পরিবার পরিজন নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে থাকে উদাসীন। আবার এমন বহু লোক আছে, যারা রক্ত সম্পর্কীয় স্বজনকে অবজ্ঞা করে অর্থ-সম্পদ বন্ধু-বান্ধব,আত্নীয় নয় এমন লোকগুলির পেছনেই অহরহ ব্যয় করে থাকে। সেজন্য মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের চাহিদা মাফিক হক (শরীয়াহপন্থী হতে হবে) আদায়ের পরে অভাব গ্রস্থ (অবশ্যই নিকটস্থ) ও মুসাফিরের হক আদায়ে ফরজ করেছেন। পাশাপাশি যাদের প্রাপ্তি নয় এমন বন্ধু-বান্ধবের পিছনে অর্থ-কড়ি অপব্যায় না করার জন্য হুঁশিয়ারী প্রজ্ঞাপন করেছেন। অপব্যয় ,অপচয় করা কেবল ইবলিশেরই কাজ। এরা শয়তানের ভাই তথা শয়তানেরই আত্মীয়।

শরীয়াহ বিধান অনুযায়ী আত্মীয়স্বজনের স্বাতন্ত্র্য হক বা অধিকার বিদ্যমান রয়েছে। শরীয়তের কোনো কারণ ছাড়া আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম।

আল্লাহর একটি গুনবাচক নাম "রহমান" । এ শব্দটি রিহমুন ধাতু হতে উৎপত্তি । এর অর্থ আত্মীয়তা । সুতরাং যে আত্মীয়তার অধিকার আদায় করে সে যেন আল্লাহর অধিকার আদায় করে। রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন র ক্ষা করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে রাসূল (সাঃ) এটিকে জান্নাতে প্রবেশের একটি আমল হিসেবে শি ক্ষা দিয়েছেন। যেমন,আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত,এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন একটি 'আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। উপস্থিত লোকজন বললঃ তাঁর কী হয়েছে? তাঁর কী হয়েছে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তাঁর একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরপর নবী (সাঃ) বললেনঃ তুমি আল্লাহ্র 'ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার গণ্য করবে না, সালাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। একে (অর্থাৎ সওয়ারীকে) ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেনঃ তিনি ঐ সময় তার সাওয়ারীর উপর ছিলেন। **[সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৯৮৩]**

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ঈমানের দায়িত্ব। আত্মীয়ের যে কোনো দুঃখ-রোগ-শোকে,বিপদে-আপদে তাঁর পাশে দাঁড়ানো, তার প্রতি সমবেদনা জানানো এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে কুরআন ও হাদিসে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন (ইবন মাজাহ)।
মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে,"'আর আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, এ ছাড়া মাতা-পিতার সঙ্গেও উত্তম আচরণ কর, আর উত্তম আচরণ কর নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে।' **(সূরাঃ আন-নিসা, আয়াতঃ ৪;৩৬)**

দেখুন কতো সহজ ও সুন্দর ভাবে একত্ববাদে (কলেমা ও ইমান) বিশ্বাস রেখে এবং মাতা-পিতার হক আদায়ের পরেই আত্মীয়-স্বজনের অধিকার বিষয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। **(বুখারি, হাদিসঃ ৬১৩৮)।**

আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা ফরজ।আর ফরজ অস্বীকার করা কুফরী। আত্মীয়তার হক পরিহার করা ফরজ অস্বীকার করা কুফরী। যা দোজখের পথ সহজ করে।

মহান আল্লাহ বলেন; "হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার থেকে তাঁর সঙ্গীনী (হাওয়া) কে সৃষ্টি করেছেন, এবং বংশ বৃদ্ধি করেছেন, তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য অগণিত পুরুষ ও নারী । আর সেই মহান আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হক) দাবি করে থাকে এবং আত্মীয়তার (হক বিনষ্ট করা) হতে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবরা-খবর রাখেন (৪-সূরা নিসাঃ ১)।

মহান আল্লাহ সুবাহানাল্লাহু ওয়া তায়ালা আত্মীয় বন্ধন কিভাবে উৎপত্তি হলো যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আরো নির্দেশ করেছেন আত্নীয়ের হক আদায় করতে এবং মহান রব স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন;তিনি সব সময়ই আমাদের এ ব্যাপারে নজরদারিতে রেখেই চলছেন।

মহান আল্লাহ আবারো বলেন;
"আর হে নবী ! আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও । এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে । আর তারাই হলো সফলকাম (৩০-সূরা রুমঃ ৩৮)।
এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর তার বান্দাকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আত্নীয় স্বজনদের হক এবং গরীব মিসকিনদের হক আদায় করলে তার রব সন্তষ্টি থাকেন খুশি হোন।আর আল্লাহ সন্তষ্টির প্রকাশ হলো ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক শান্তি,সুখ,স্বাচ্ছন্দ্য গন্তব্যস্থল জান্নাত।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তাঁর রিজিক বেড়ে যাক এবং তাঁর হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে । (মুসলিম ৭ম খন্ড, অঃ সদ্ব্যবহার আত্মীয়তার

সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃঃ নং-৯৫) মিশকাত হাদীস-৪৭০১)

আত্মীয়তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ যা আমাদের অনেকেরই অজানা। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আত্নীয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে আমরা শুধু জাহান্নামকে হাত ইশারা দিয়ে নিকটেই ডেকে আনছিনা, জাহান্নামের দরজা দ্রুত খুলে দেওয়ার জন্য জাহান্নামকে আহ্বান করেই চলছি। এতো কষ্ট ক্লেশ সময় অপচয় করে ইবাদত বন্দেগী করে শরীয়াহ বিভিন্ন হুকুম মেনে চলেছি কিন্ত আত্মীয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছি। তাঁদের প্রাপ্য হক বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি। অঢেল অর্থ-বৈভব -সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের হক আদায় করা হচ্ছেনা। দুনিয়ার তুচ্ছ বিষয়, যে সব বিষয় কিয়ামতের মাঠে কোনো স্থান পাবেনা সেসব বিষয় ও ওজর দেখিয়ে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছি। মনে রাখা উচিৎ এর জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ দিনঃ

১)আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

আয়েশা (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরহিম অর্থাৎ আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আল্লাহর ‘আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন **(সহীহ বুখারী ৫৯৮৮, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৪১৩)।**

আল্লাহ স্বয়ং যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাঁর আর কোন উপায় থাকার কথা নয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম এক কারণ। এদের প্রতি আল্লাহতায়ালা অভিসম্পাত করেন, "অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন করেন - **সূরা মুহাম্মদঃ ২২-২৩"।**

তাফসীরকারকদের মতে;এরা দুনিয়ার মোহে অহংকারবশত এমনভাবেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখে, যদি ঐ আত্মীয়ের বিষয় কোনো কিছু অবগত করানো হয় বা কোনো যোগসাজসের চেষ্টা করা হয় বধিরের মতো তাঁরা কিছু শোনতেও চায়না অন্ধের মতো কিছু দেখতেও চায়না। এরা নিজেদের সব সময় সঠিক ভাবে,অথচ ইবলিশের মিষ্টতায় ভু ল করে সবসময় দাম্ভকিতা প্রকাশ করে। ভুলের জগতের

বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও এরা সব সময় নিজেকে সঠিক মনে করেন। কারণ ইবলিশ হচ্ছে এদের আত্মীয়।

২)আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামে যাবে। যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না । **(বুখারী ৯ম খন্ড, অঃ আচার-ব্যবহার পৃঃ ৩৯৬) মিশকাত হাদীস-৪৭০৫)**

আবু মূসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **"তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী"।**

আহমদ, হাদীস নং ১৯৫৮৭; হাকিম, হাদীস নং ৭২৩৪; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৫৩৪৬।

৩)আত্মীয়ের সম্পর্ক ছিন্নকারীর কোনো ইবাদত তথা দোয়া কবুল হয়না এবং নেক আমল আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত ; রাসূল (সাঃ) বলেন,

"আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তা'আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না **(আহমদ, হাদীস নং ১০২৭৭)।**

তথাবিও কেউ কেউ মনে করতে পারেন দোয়া যদি কবূলই না হয় তাহ লে আমি যখন যা চাই তখন পাই কেনো,আমিতো দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছি ঐশ্চর্যের মালিক বনে যাচ্ছি। মনে রাখবেন,ধন সম্পদ,প্রভাব-প্রতিপত্তি যেমন খ্রিস্টান,ইহুদী হিন্দু বৌদ্ধ তথা মুশরিক বিধর্মীদের ঢের আছে। দুনিয়ার জান্নাত তাদের হাতের মুঠোয় বটে। অপরপক্ষে বিশ্বের আলেমগণ, ইমাম -মুয়াজ্জিনগণ কিন্তু অঢেল ধন সম্পদের মালিক নয়, স্বল্প অর্থ- কড়িতে জিবন চলে তাদের।

৪) যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয় না । **আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে**

বর্ণিত,নবী (সাঃ) বলেছেনঃ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকলে তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয় না।**[আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৬৩]**

৫)রক্তের বন্ধন ব্যাক্তিবর্গ কিয়ামতের দিন স্বা ক্ষ্য প্রদান করবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

তোমরা তোমাদের নসবনামা জেনে রাখো, তোমাদের আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখো। কেননা দূরাত্মীয়ও সম্পর্কের কারণে নিকটতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও সম্পর্কের অভাবে দূরে চলে যায়। প্রতিটি রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্ট জনের সামনে আসবে এবং সে যদি তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রাখে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সে যদি তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সম্পর্ক ছিন্নের সাক্ষ্য দিবে **(হাকিম,আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭৩)**।

অধ্যায়:৭ সমকালীন সমাজব্যবস্থা এবং আত্মীয়তার সংকট: কারণ ও প্রতিকার-

একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটলেও মানবীয় মূল্যবোধ এবং পারিবারিক বন্ধনে চরম ধস নেমেছে। ইসলাম যে 'সিলাহ রাহিম' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে ঈমানের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে, সমকালীন সমাজব্যবস্থায় তা এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। এই অধ্যায়ে সমকালীন সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক শিথিল ও ছিন্ন হওয়ার মূল কারণসমূহ এবং ইসলামি শরিয়তের আলোকে এর কার্যকর প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৭.১ সমকালীন সমাজে আত্মীয়তার সংকটের কারণসমূহ

আধুনিক সমাজ কাঠামো, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের কারণে আত্মীয়তার বন্ধন দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর প্রধান কারণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়:

আত্মীয়তার সংকটের কারণ

১. ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা ও যৌথ পরিবার প্রথার অবলুপ্তি:
শিল্পায়ন ও নগরায়নের (Urbanization) ফলে গ্রামীণ যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারে (Nuclear Family) রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষ এখন 'আমি, আমার স্ত্রী ও আমার সন্তান'—এই বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ফলে ভাই-বোন, চাচা, মামা বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের সাথে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এবং এক পরিবারের সুখ-দুঃখে অন্য পরিবারের অংশ নেওয়ার মানসিকতা লোপ পাচ্ছে।

২. তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও বস্তুবাদের (Materialism) প্রভাব:
আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা মানুষকে চরম অর্থলোভী ও বস্তুবাদী করে তুলেছে। মানুষ এখন সম্পর্ক মূল্যায়ন করে জাগতিক লাভ-ক্ষতির দাঁড়িপাল্লায়। সচ্ছল আত্মীয়রা অনেক সময় দরিদ্র আত্মীয়দের এড়িয়ে চলেন এই ভয়ে যে, তারা অর্থনৈতিক সাহায্য চেয়ে বসতে পারে।

৩. মিরাস বা সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে পারিবারিক বিরোধ:
সমকালীন সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি-জমা বা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন না হওয়া। বিশেষ করে বোনদের এবং ফুফুদের শরয়ী মিরাস (উত্তরাধিকার) ফাঁকি দেওয়ার এক জঘন্য মানসিকতা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। সম্পদ নিয়ে এই আইনি ও সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণে আপন ভাই-বোনদের মধ্যেও আজীবন কথা বলা বন্ধ থাকে।

৪. ভার্চুয়াল যোগাযোগ ও সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব:
তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের কারণে মানুষ ভার্চুয়াল জগতে হাজারো মাইলের দূরের মানুষের সাথে যুক্ত থাকলেও, পাশের বাড়ির বা একই শহরের নিকট আত্মীয়ের খোঁজ নেওয়ার সময় পাচ্ছে না। সশরীরে আত্মীয়ের বাড়িতে যাতায়াত (Physical Visitation) কমে যাওয়ায় আন্তরিকতার অভাব দেখা দিচ্ছে।

৫. অহংকার ও সামাজিক মর্যাদার (Status) ব্যবধান:
একই বংশের এক ভাই বা আত্মীয় উচ্চশিক্ষিত বা আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, সে তার কম শিক্ষিত বা দরিদ্র আত্মীয়দের সাথে মেলামেশা করতে লজ্জাবোধ করে। এই সামাজিক অহংকার ও দেমাগ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পথ প্রশস্ত করে।

৬.২ আত্মীয়তার সংকট ও সামাজিক বিপর্যয় (Impact on Society)
আত্মীয়তার এই সম্পর্কহীনতা কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পুরো সমাজকে এক মারাত্মক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে:

* **মনস্তাত্ত্বিক একাকীত্ব ও বিষণ্নতা (Depression):** বিপদে-আপদে নিকট আত্মীয়দের পাশে না পাওয়ায় মানুষ চরম একাকীত্বে ভোগে, যা অনেক সময় আত্মহত্যা বা মানসিক ব্যাধির দিকে ধাবিত করে।

* **সামাজিক নিরাপত্তা বলয় ধ্বংস:** অতীতে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের চেয়ে পারিবারিক ও বংশীয় নিরাপত্তা বলয় মানুষকে বেশি সুরক্ষা দিত। সেটি ভেঙে যাওয়ায় সমাজে

অপরাধপ্রবণতা ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে।

* **পরবর্তী প্রজন্মের বিচ্ছিন্নতা:** বর্তমানের শিশুরা তাদের আপন চাচাতো, মামাতো ভাই-বোনদেরও ঠিকমতো চেনে না। ফলে তারা এক প্রকার শিকড়হীন ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বেড়ে উঠছে।

৬.৩ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংকটের কার্যকর প্রতিকার (Islamic Solutions to the Crisis)

ইসলাম কেবল সমস্যার বিবরণ দেয় না, বরং মানব স্বভাবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এর বাস্তবমুখী সমাধানও পেশ করে। সমকালীন এই সংকট থেকে উত্তরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অপরিহার্য:

১. ঈমানী ও পরকালীন জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত করা:

আত্মীয়তার হক আদায় করা কোনো ঐচ্ছিক সামাজিক লৌকিকতা নয়, বরং এটি একটি ফরজ ইবাদত—এই ধর্মীয় সচেতনতা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। জুম্মার খুতবা, ওয়াজ মাহফিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাসে 'সিলাহ রাহিম'-এর গুরুত্ব এবং তা ভঙ্গ করার পরকালীন শাস্তি (জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া) ব্যাপকভাবে আলোচনা করতে হবে।

২. একপাক্ষিক সদাচরণের মানসিকতা (Altruism) তৈরি:

হাদিসের সেই মহান শিক্ষা—"আত্মীয়রা সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তুমি জোড়া লাগাও"—এর ওপর আমল করতে হবে। আত্মীয়রা দাওয়াত না দিলে বা খোঁজ না নিলেও, নিজের পক্ষ থেকে তাদের খোঁজখবর নেওয়া, ঈদে উপহার পাঠানো বা অসুস্থতায় পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে অহংকারের দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে।

৩. মিরাস বা সম্পত্তি বণ্টনে কঠোরভাবে শরিয়ত অনুসরণ:

পারিবারিক শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে শরয়ী ফারায়েজ অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে নারীদের (বোন, মা ও কন্যা) প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে। বোনদের হক আদায় করলে

ভাইদের সাথে সম্পর্ক আজীবন মধুর থাকে।

৪. প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার:

ব্যস্ততার কারণে যদি সশরীরে যাতায়াত করা সম্ভব নাও হয়, তবে আধুনিক প্রযুক্তিকে (ভিডিও কল, মেসেজিং) সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্তত নিয়মিত ফোন কলের মাধ্যমে আত্মীয়দের খোঁজখবর রাখা নিশ্চিত করা।

৫. আর্থিক সহযোগিতায় নিকট আত্মীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া:

যাকাত, ফিতরা এবং সাধারণ নফল সদকা আদায়ের সময় সবার আগে নিজের বংশের বা রক্তের সম্পর্কের দরিদ্র আত্মীয়দের খুঁজে বের করতে হবে। হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী, এতে একদিকে যেমন অভাব দূর হবে, অন্যদিকে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ (Conclusion of Chapter 6)

সমকালীন সমাজব্যবস্থায় আত্মীয়তার যে সংকট দেখা যাচ্ছে, তা মূলত মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিচ্যুতিরই ফল। ইসলামি সমাজকাঠামো কোনো যান্ত্রিক সমাজ নয়, এটি পারস্পরিক ভালোবাসা ও এহসানের (সদাচরণ) ওপর প্রতিষ্ঠিত। রক্তের সম্পর্কের এই মহান আমানত রক্ষা করার মাধ্যমেই কেবল বর্তমানের এই কৃত্রিম ও নিঃসঙ্গ সমাজকে একটি সুসংহত, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজে রূপান্তর করা সম্ভব।

অধ্যায়: **৮** মিরাস বা উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নিকট আত্মীয়দের অধিকার

একটি অত্যন্ত প্রায়োগিক এবং আইনি (Legal) অধ্যায়। ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ফারায়েজের সুনির্দিষ্ট মূলনীতি, গাণিতিক স্তরবিন্যাস এবং চার মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকহী দলীলসহ এই অধ্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ও অ্যাকাডেমিক খসড়া নিচে প্রস্তুত করে দেওয়া হলো। এটি আপনি সরাসরি আপনার থিসিস পেপারে ব্যবহার করতে পারবেন।

মিরাস বা উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নিকট আত্মীয়দের অধিকার

ইসলামি সমাজ ও অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো এর অনন্য উত্তরাধিকার (Inheritance) বা ফারায়েজ আইন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ কীভাবে বণ্টন হবে, তা মানুষের মর্জির ওপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নিকট আত্মীয়দের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার ক্ষেত্রে মিরাস ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম।

৮.১ ইসলামি মিরাস ব্যবস্থার মূল দর্শন ও প্রজ্ঞা (The Philosophy behind Islamic Law of Inheritance)

ইসলাম প্রবর্তিত মিরাস ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো—সম্পদ যেন কেবল সমাজের বা পরিবারের গুটিকয়েক ধনকুবেরের হাতে কুক্ষিগত না থাকে, বরং তা যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৃতের নিকট আত্মীয়দের মাঝে বিকেন্দ্রীভূত **(Decentralized)** হয়ে যায়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অনুবাদ: "যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত না হয়।" ***(সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭)***

জাহেলী যুগে আরবে নিয়ম ছিল—যারা যুদ্ধ করতে পারে না (যেমন: নারী ও শিশু), তারা মিরাস পেত না। ইসলাম এই বর্বর প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে রক্তের বন্ধনযুক্ত সকল নিকট আত্মীয়ের অধিকার আইনিভাবে প্রতিষ্ঠা

করেছে।

৭.২. মিরাসের হকদার নিকট আত্মীয়দের স্তরবিন্যাস (Hierarchy of Legal Heirs)

মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ এবং বৈধ ওসিয়ত (সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ) পূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি নিকট আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করা হয়। ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী, রক্তের সম্পর্ক ও হকের তীব্রতার ভিত্তিতে ওয়ারিশদের প্রধানত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

১. আসহাবুল ফুরুজ (Zawil Furud / Sharers):

এঁরা হলেন সেই সকল নিকট আত্মীয়, যাদের হিস্যা বা অংশ পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মিরাসের সম্পদ বণ্টনের সময় সর্বপ্রথম এঁদের অংশ বুঝিয়ে দিতে হয়। আসহাবুল ফুরুজের মোট সংখ্যা **১২ জন** (পুরুষ ৪ জন এবং নারী ৮ জন):

* **পুরুষ ৪ জন:** পিতা, দাদা (পিতার পিতা), স্বামী এবং বৈমাত্রেয় ভাই (মা শরিক ভাই)।
* **নারী ৮ জন:** মাতা, দাদী/নানী, স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী (পুত্রের কন্যা), আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন (পিতা শরিক বোন) এবং বৈপিত্রেয় বোন (মা শরিক বোন)।

২. আসাবাহ (Asabah / Residuaries):

আসহাবুল ফুরুজদের নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তা 'আসাবাহ' বা অবশিষ্টাংশ ভোগী আত্মীয়রা পেয়ে থাকেন। যদি আসহাবুল ফুরুজের কেউ বেঁচে না থাকেন, তবে পুরো সম্পত্তির মালিক হন আসাবাহগণ। এঁরা সাধারণত মৃতের নিকটবর্তী পুরুষ আত্মীয়। আসাবাহ মূলত চার প্রকার:

* **মৃতের অংশ (Branches):** পুত্র, পৌত্র (নাতি), প্রপৌত্র এবং তাদের অধস্তন পুরুষ।
* **মৃতের মূল (Roots):** পিতা, দাদা, পরদাদা এবং তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ।
* **পিতার অংশ (Siblings):** আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে।
* **দাদার অংশ (Uncles):** আপন চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, আপন চাচার ছেলে, বৈমাত্রেয়

চাচার ছেলে।

৩. যিল আরহাম (Zawil Arham / Distant Kindred):

মৃতের এমন কিছু রক্তের আত্মীয় যারা আসহাবুল ফুরুজও নন, আবার আসাবাহও নন; তাঁদের 'যিল আরহাম' বা দূরবর্তী রক্তের আত্মীয় বলা হয়। যেমন: মামা, খালা, ফুফু, ভাগ্নে, ভাতিজি, মাতামহ (নানা) ইত্যাদি। যদি আসহাবুল ফুরুজ এবং আসাবাহর কেউ বেঁচে না থাকেন, কেবল তখনই এই স্তরের আত্মীয়রা মিরাসের অংশ পান (হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মতানুযায়ী)।

৭.৩. প্রধান নিকট আত্মীয়দের কোরআনিক অধিকার ও হিস্যা (Specific Quranic Shares)

পবিত্র সূরা আন-নিসার **১১**, **১২** এবং **১৭৬** নম্বর আয়াতে প্রধান নিকট আত্মীয়দের অংশসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। থিসিসের আইনি প্রমাণের সুবিধার্থে প্রধান কয়েকটি সম্পর্কের হিস্যা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

ক. পিতা-মাতার অধিকার:

সন্তানের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পিতা-মাতার অধিকার সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন:

> **وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ**

> **অনুবাদ:** "আর মৃতের যদি সন্তান থাকে, তবে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশরয়েছে।" ***(সূরা আন-নিসা, 8:১১)***
>

* মৃতের সন্তান থাকলে পিতা ও মাতা প্রত্যেকেএক-ষষ্ঠাংশ অংশ পাবেন।

* সন্তান না থাকলে মাতা পাবেন এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা 'আসাবাহ' হিসেবে অবশিষ্ট সব সম্পত্তি পাবেন।

খ. সন্তান ও কন্যাদের অধিকার:

সন্তানদের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে (২:১ অনুপাতে)।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

>يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

> **অনুবাদ:** "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন—এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।" ***(সূরা আন-নিসা, ৪:১১)***

>

* যদি মৃতের কোনো পুত্র না থাকে, কেবল একটি মাত্র কন্যা থাকে, তবে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।
* যদি একাধিক কন্যা থাকে (পুত্র ব্যতীত), তবে তারা সবাই মিলে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ সমানভাগে ভাগ করে নেবে।

গ. স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার:

* **স্ত্রীর অংশ:** স্বামীর মৃত্যুর পর যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে, তবে স্ত্রী পাবেন সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ ।আর যদি সন্তান না থাকে, তবে স্ত্রী পাবেন এক-চতুর্থাংশ
* **স্বামীর অংশ:** স্ত্রীর মৃত্যুর পর যদি সন্তান থাকে, তবে স্বামী পাবেন এক-চতুর্থাংশ সন্তান না থাকলে স্বামী পাবেন অর্ধেক

৭.৪ যিল আরহামদের (দূরবর্তী আত্মীয়) মিরাস প্রাপ্তি নিয়ে মাযহাবগত বিশ্লেষণ (Juridical Debate on Zawil Arham)

ইসলামি আইনশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও অ্যাকাডেমিক বিতর্ক হলো—আসহাবুল ফুরুজ ও আসাবাহ কেউ না থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়রা (যিল আরহাম যেমন: মামা, খালা) মিরাস পাবেন কি না? এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. আহলুত তানযীল ও আহলুর রাহেম (হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব): ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে, দূরবর্তী রক্তের আত্মীয়রা মিরাসের হকদার। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: *"রক্তের আত্মীয়রা

আল্লাহর বিধানে একে অপরের চেয়ে বেশি হকদার।"* **(সূরা আল-আনফাল: ৭৫)।** সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে (বায়তুল মাল) সম্পদ দেওয়ার চেয়ে দূরবর্তী রক্তের আত্মীয়দের দেওয়া উত্তম।

2. আহলুল কিয়াস (শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব): ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম মালিক (র.)-এর প্রাথমিক মত অনুযায়ী, যিল আরহামরা কোনো মিরাস পাবেন না। প্রথম দুই স্তরের কেউ না থাকলে সম্পত্তি সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মালে জমা হবে, যা সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় হবে। (তবে পরবর্তী যুগের শাফেয়ী ও মালেকী ফক্বীহগণ বায়তুল মালের অব্যবস্থাপনা দেখে হানাফী মতেরই অনুকরণ করেছেন)।

৭.৫ নিকট আত্মীয়দের মিরাস থেকে বঞ্চিত করার শরয়ী নিষেধাজ্ঞা (Prohibition of Disinheriting Kinship)

সমকালীন সমাজে অনেক পিতা বা অভিভাবক রাগ বা ক্ষোভের বশে কোনো সন্তানকে বা নিকট আত্মীয়কে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার বা 'ত্যাজ্য পুত্র/কন্যা' ঘোষণা করার চেষ্টা করেন। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ অবৈধ এবং বাতিল।

* **ওসিয়তের সীমাবদ্ধতা:** কোনো ব্যক্তি তার ওয়ারিশ বা মিরাসের অংশীদার আত্মীয়দের অনুকূলে কোনো ওসিয়ত (Will) করতে পারবে না, কারণ তাদের অংশ আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন: *"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার সুনির্দিষ্ট হক দান করেছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিশের জন্য নতুন কোনো ওসিয়ত নেই।"* ***(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ২৮৭০)***

হাদিসের কঠোর হুঁশিয়ারি: আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: *"যে ব্যক্তি তার ওয়ারিশের মিরাস (সম্পত্তি) কেটে নেবে বা বঞ্চিত করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার যে অংশ রয়েছে তা কেটে নেবেন।"* ***(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭০৩)***

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

ইসলামের মিরাস বা উত্তরাধিকার ব্যবস্থা কেবল একটি গণিত বা আইন নয়, বরং এটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার এক ঐশী গ্যারান্টি। এই ব্যবস্থার মূল নির্যাস হলো:

* ইসলাম রক্তের দূরবর্তী স্তরকেও (যেমন যিল আরহাম) আইনি স্বীকৃতি দেয়।
* পারিবারিক সম্পদে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।
* মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির ঊর্ধ্বে উঠে আত্মীয়দের অধিকারকে এমন এক সুরক্ষিত দেওয়ালে আবৃত করেছে, যা ভাঙার অধিকার স্বয়ং সম্পত্তির মালিকেরও নেই।

অধ্যায়: ৯ উপসংহার, গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশমালা

৯.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ (Summary of the Study)

অত্র গবেষণায় পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ফিকহের আলোকে নিকট আত্মীয়দের সুনির্দিষ্ট অধিকার ও হকসমূহ এবং সমকালীন সমাজব্যবস্থায় এর প্রায়োগিক গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মানবজাতিকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে 'আরহাম' বা জরায়ুর বন্ধন তৈরি করেছেন, ইসলামে তার হেফাজতকে ঈমান ও তাওহিদের সমান্তরালে স্থান দেওয়া হয়েছে।

গবেষণার প্রথমাংশে ইসলামে আত্মীয়তার আভিধানিক, পারিভাষিক ও শরয়ী পরিধি নিরূপণ করা হয়েছে, যেখানে নসব (রক্তের সম্পর্ক), মুসাহারাহ (বৈবাহিক সম্পর্ক) এবং রাযা'আত (দুগ্ধসম্পর্ক)-এর মাধ্যমে গঠিত বিস্তৃত পরিবার কাঠামোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে কোরআন ও হাদিসের অকাট্য দলীলসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা (সিলাহ রাহিম) কেবল একটি সামাজিক ঐচ্ছিক সদাচরণ বা লৌকিকতা নয়, বরং এটি একটি অলঙ্ঘনীয় ফরজ ইবাদত এবং এটি ছিন্ন করা আল্লাহর অভিশাপ ও পরকালীন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মীয়দের অধিকারকে আর্থিক (নাফাকাহ বা ভরণপোষণ) এবং আইনি (মিরাস বা উত্তরাধিকার) কাঠামোতে রূপ দিয়ে একে অলঙ্ঘনীয় সুরক্ষাকবচ দান করা হয়েছে। পরিশেষে, সমকালীন পুঁজিবাদী ও বস্তুবাদী সমাজকাঠামোয় আত্মীয়তার যে মারাত্মক সংকট ও অবক্ষয় দৃশ্যমান হচ্ছে, তার সমাজতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করে তা থেকে উত্তরণের জন্য কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ বা সমাধান এই গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার মূল ফলাফলসমূহ (Key Findings)

এই দীর্ঘ ও নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে সমকালীন সমাজ ও শরয়ী আইনের আলোকে

নিম্নোক্ত মৌলিক সিদ্ধান্ত ও ফলাফলসমূহ (Findings) অর্জিত হয়েছে:

১. তাওহিদের সাথে সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা: পবিত্র কোরআনে যেখানেই আল্লাহর একক ইবাদত বা তাওহিদ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ এসেছে, তার পরপরই পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের (বিযিল কুরবা) প্রতি ইহসান বা সদাচরণের আদেশ এসেছে। অর্থাৎ, ইসলামে মানবীয় অধিকারের সূচনা হয় নিকট আত্মীয়দের হক আদায়ের মাধ্যমে।

2. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বলয়ের মূল ভিত্তি: ইসলামি সমাজ ও অর্থব্যবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রথম স্তর হলো বর্ধিত পরিবার (Extended Family)। কোনো ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ও উপার্জনে অক্ষম হলে রাষ্ট্র বা চ্যারিটির আগে তার সচ্ছল নিকট আত্মীয়দের ওপর তার ভরণপোষণ (নাফাকাহ) শরীয়তসম্মতভাবে বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) করা হয়েছে।

৩. উত্তরাধিকার আইনের অলঙ্ঘনীয়তা: ইসলামি মিরাস বা ফারায়েজ ব্যবস্থা আত্মীয়দের অধিকারকে সর্বোচ্চ আইনি গ্যারান্টি দেয়। কোনো ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারী আত্মীয়দের মিরাস থেকে বঞ্চিত করার আইনি বা ধর্মীয় অধিকার রাখে না এবং 'ত্যাজ্য পুত্র বা কন্যা' ঘোষণার মতো সামাজিক প্রথার ইসলামে কোনো আইনগত ভিত্তি নেই।

৪. নারীদের মিরাস বঞ্চনাই সংকটের মূল উৎস: সমকালীন সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার এবং ভাই-বোন বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে আজীবন বৈরিতার প্রধান কারণ হলো নারীদের (বোন ও ফুফু) শরয়ী উত্তরাধিকার ফাঁকি দেওয়া বা জোরপূর্বক আত্মসাৎ করা।

৫. একপাক্ষিক সদাচরণের সর্বজনীন নীতি: সুন্নাহর অনন্য শিক্ষা হলো—আত্মীয়তার সম্পর্ক কেবল 'বিনিময় প্রথা' বা সমান সমান ব্যবহারের ওপর টিকে থাকে না। প্রকৃত 'ওয়াসিল' বা সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়দের পক্ষ থেকে অনীহা, অবহেলা বা দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একপাক্ষিক সদাচরণ

(Altruism) বজায় রাখে।

৬.আদর্শিক ভিন্নতার ঊর্ধ্বে মানবিক অধিকার: আত্মীয়তার রক্তের বন্ধন এতটাই পবিত্র যে, কোনো আত্মীয় অ-মুসলিম, ভিন্ন আদর্শের বা পাপাচারী হলেও তার প্রতি মানবিক ও সামাজিক সদাচরণ রক্ষা করা এবং যাকাত ব্যতীত সাধারণ আর্থিক সহযোগিতা (নফল সদকা ও ওসিয়ত) প্রদান করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ ও আবশ্যক।

৯.৩ সুপারিশমালা (Recommendations)

অত্র গবেষণার ফলাফল ও সমকালীন সমাজবাস্তবতার নিরিখে পারিবারিক ভাঙন রোধ, সামাজিক নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার এবং ইসলামি মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হলো:

ক. সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি (Social Awareness)]

* **জুম্মার খুতবা ও ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা:** দেশের প্রতিটি মসজিদে জুম্মার খুতবায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সেমিনারে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের আলোচনার পাশাপাশি 'সিলাহ রাহিম' বা আত্মীয়দের হক আদায়ের গুরুত্ব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার পরকালীন ভয়াবহতা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা উচিত।

* **শিক্ষাক্রম বা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি:** প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে 'পারিবারিক মূল্যবোধ ও আত্মীয়দের অধিকার' সংক্রান্ত পৃথক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম আত্মকেন্দ্রিক ও যান্ত্রিক মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

খ. আইনি ও ফিকহী প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ (Legal Enforcement)

* **মিরাস বণ্টন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রীয় মনিটরিং:** পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে শরয়ী ফারায়েজ অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিশেষ করে মুসলিম পারিবারিক আইন ও স্থানীয় ভূমি প্রশাসনকে এমন একটি আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে যেন বোন বা কন্যাসন্তানদের অংশ বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সম্পত্তির নামজারি বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হয়।

* **পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে শালিসী বোর্ড:** প্রতিটি স্থানীয় কাউন্সিল বা সমাজভিত্তিক পর্যায়ে আলেম, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রবীণদের সমন্বয়ে 'পারিবারিক কাউন্সেলিং ও শালিসী বোর্ড' গঠন করা উচিত, যা কোর্ট-কাছারির দীর্ঘমেয়াদি মামলা ও অর্থ অপচয় ছাড়াই আত্মীয়দের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দেওয়ানি বা সম্পত্তিগত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারবে।

গ. প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক সংস্কার (Practical/Technological Reforms)

* **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার:** আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অতি-ব্যবহার মানুষকে ভার্চুয়ালি যুক্ত করলেও সামাজিকভাবে একাকী করে তুলেছে। রক্তের সম্পর্কগুলোকে সতেজ রাখতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কেবল টেক্সট বা লাইকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, পারিবারিক গ্রুপ তৈরি, নিয়মিত দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সশরীরে আত্মীয়দের বাড়িতে যাতায়াত বা 'ফিজিক্যাল ভিজিটেশন' (Physical Visitation)-এর ওপর জোর দিতে হবে।

* **পারিবারিক তহবিল (Family Welfare Fund) গঠন:** প্রতিটি সচ্ছল বংশ বা বর্ধিত পরিবারের উদ্যোগে একটি অভ্যন্তরীণ কল্যাণ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। যেখানে ধনী আত্মীয়দের যাকাত, সদকা ও অনুদান জমা হবে এবং তা দিয়ে উক্ত বংশের দরিদ্র, এতিম, বিধবা বা বেকার আত্মীয়দের শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৪ উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম যে শান্তিময় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজকাঠামো উপহার দিয়েছে, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে একটি সুদৃঢ় পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধনের ওপর। রক্তের ও জরায়ুর এই সম্পর্কসমূহ মানুষের তৈরি কোনো চুক্তি নয়, বরং এটি রাব্বুল আলামীনের এক বিশেষ ঐশী নেয়ামত ও আমানত। সমকালীন যুগে আমরা যদি আমাদের সমাজকে একাকীত্ব, সামাজিক অপরাধ, মনস্তাত্ত্বিক অবক্ষয় এবং পারিবারিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতে চাই, তবে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত 'সিলাহ রাহিম' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সোনালী নীতিতে ফিরে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। মিরাসের সঠিক বণ্টন, অসচ্ছল আত্মীয়ের দায়িত্ব গ্রহণ এবং অহংকার বর্জন করে পারস্পরিক সহমর্মিতা চর্চার মাধ্যমেই কেবল ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন চিরস্থায়ী মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা

আমাদের এই গবেষণার শিক্ষণসমূহকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।